কম্প্যাক্ট টাউনশীপ বিষয়ক অনুষ্ঠিত মাঠ-পর্যায়ের সভায় অংশগ্রহণকারীদের আলোচনার সারমর্ম

- Dr. Quazi Mesbahuddin Ahmed

EC Member, CT Foundation

(গত ২০১৪ সালের ফেব্রুয়ারি - ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত কম্প্যাক্ট টাউনশীপ বিষয়ক অনুষ্ঠিত সভার আলোচনার সারমর্ম)।

২০১৪ সালে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে কম্প্যাক্ট টাউনশীপ ফাউন্ডেশন (ঈঞখ)-এর উদ্যোগে মোট ১০টি মাঠপর্যায়ের সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভা আয়োজনের উদ্দেশ্য ছিল- 'কম্প্যাক্ট টাউনশীপ' ধারনার উপর মানুষের সাথে অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে একটি অংশগ্রহণমূলক আলোচনা করা, যাতে করে এর দ্রুত বাস্তবায়ন করে বাংলাদেশের মানুষদের একটি চরম দুর্যোগ থেকে বর্মের ন্যায় রক্ষা করা যায় - যেমনঃ কৃষি জমির ক্রমশ হ্রাস রোধ করা।

২. সভাগুলোতে একটি বিষয় লক্ষ্য করা গেছে যে, ঈঞখ কর্তৃক বর্ণিত বিষয় অবতরণা করার পর সভায় উপস্থিত সকল অংশগ্রহণকারীরা কৃষি জমির ক্রমশ লোপ পাওয়ার ফলে কি পরিণতি হতে পারে সে বিষয়ে তাদের উদ্বিগ্নতা প্রকাশ করেছে। সভায় আরো পরিলক্ষীত হয়েছে কৃষি জমির ক্রমশ হ্রাসের ফলে বাংলাদেশ যে বিরাট দুর্যোগের মুখোমুখি হচ্ছে সে বিষয়ে কারো কোন দ্বিমত নেই। তাই সভায় কৃষি জমির ক্রমশ হ্রাস কিভাবে রোধ করা যায় সে বিষয়ে বিভিন্ন ধরণের অনুভূতি, ভালো ভালো চিন্তা এবং বিভিন্ন মতামত প্রকাশ পেয়েছে। কম্প্যাক্ট টাউনশীপ অনেকের কাছে একটি শুভ সূচনা বলে মনে হয়েছে যা কৃষি জমির ক্রমশ হ্রাস হতে রক্ষা করবে। তবে, এই ধারণার বাস্তবায়ন পদ্ধতি, কৌশল, কাঠামো এবং আইনী বিষয় আরো বিস্তর আলোচনা প্রয়োজন বলে অনেকে মত প্রকাশ করেছেন।

প্রাথমিকভাবে প্রতীয়মান হয়েছে যে, কম্প্যাক্ট টাউনশীপ যে একটি ভালো উদ্যোগ সভার অংশগ্রহণকারীরা তা বুঝতে পেরেছেন। কিন্তু তা বাস্তবায়নের বিষয়ে কি কি কৌশল হতে পারে সেসকল বিষয় মাঠপর্যায়ের সভাগুলো থেকে উঠে এসেছে।

৩. নিম্নবর্ণিত প্যারাগুলোতে বাংলাদেশের ১০টি স্থানে অনুষ্ঠিত মাঠপর্যায়ের সভার আলোচনায় যে সকল চিন্তা এবং উদ্বেগ স্থান পেয়েছে সেগুলোর সারমর্ম তুলে ধরা হয়েছে। যে সকল এলাকায় সভাগুলো অনুষ্ঠিত হয়েছে সেগুলো পূর্বে উলেস্নখ করা হয়েছে। সারকথাগুলোকে দুইটি শিরোনামে ভাগ করা হয়েছে, একটি হচ্ছে- (ক) কম্প্যাক্ট টাউনশীপ ধারনা; অন্যটি হচ্ছে-(খ) কম্প্যাক্ট টাউনশীপ বাস্তবায়ন।

৪. সভায় প্রতিটি স্বতন্ত্র বিষয় এবং প্রশ্ন যেগুলো আলোচনায় উঠে এসেছে, সেগুলো এখানে যথাযথ সন্নিবেশিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। অনেকগুলো বিষয় দেখা গেছে বার বার এসেছে। এর কারন হচ্ছে সেগুলো বিভিন্ন সভার বার বার আলোচনায় উঠে এসেছে। আর এখানে অংশগ্রহণকারীদের চিন্তা এবং ভাষার মর্মার্থ হুবুহু কিংবা খুব কাছাকাছি রাখার চেষ্টা করা হয়েছে।

কম্প্যাক্ট টাউনশীপ বিষয়ে সভায় অংশগ্রহণকারীদের মতামত এবং প্রশ্নঃ

- সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী প্রতিবছর কম-বেশি শতকরা ১ ভাগ কৃষি জমি লোপ পাচ্ছে।

- কৃষি জমি হ্রাস হওয়ার অনেক কারন রয়েছে। তবে প্রধান কারন হচ্ছে- গ্রাম অঞ্চলে আবাসনের জন্য, তাও আবার একেবারেই অপরিকল্পিত উপায়ে নির্মাণ। আর এই আবাসনের চাহিদা বেড়ে যাওয়ার মুল কারন হচ্ছে জনসংখ্যা বৃদ্ধি, যার পরিমান ২০৫০ সালে গিয়ে দাঁড়াবে প্রায় ২৮ কোটি।

- রাস্তা-ঘাট, কালভার্ট, শিল্প কারখানা এবং অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের কারনে (এবং বিভিন্ন স্থানীয় সরকারের অফিস-আদালত নির্মাণের জন্য) চাষযোগ্য জমিগুলো গ্রাস করা হচ্ছে। তাছাড়া, কৃষি জমিগুলো নিয়ে যাওয়া হচ্ছে অপরিকল্পিত উপায়ে অন্য উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্য। এর সাথে যোগ হচ্ছে নদী ভাংগন।

- উপকূলীয় এলাকায় বাধ নির্মাণ এবং কৃষি জমিকে চিংড়ী খামারের রূপান্তরের কারণে কৃষি জমিগুলো লোপ পাচ্ছে।

- অপরিকল্পিত নগরায়নের ফলে জমি দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে। যদি এই হারে কৃষি জমি লোপ পেতে থাকে, তাহলে আগামী ৬০-৭০ বছরে চাষের জন্য আর কোন জমিই খুজে পাওয়া যাবেনা।

- আবাসন নির্মাণের ফলে কৃষি জমির ক্রমশ হ্রাস রোধে কম্প্যাক্ট টাউনশীপ একটি বাস্তব পদক্ষেপ।

- একটি কম্প্যাক্ট টাউনশীপ একসাথে প্রায় ২০ হাজার লোক বাস করতে পারে এবং এক-একটি টাউনশীপ হতে পারে কৃষি, মৎস চাষ এবং অন্যান্য জীবিকাকে কেন্দ্র করে।

- একটি খসড়া পরিসংখ্যানে দেখা গেছে যে, আগামী ২০৫০ সালে সারা বাংলাদেশে ৭,৫০০ কম্প্যাক্ট টাউনশীপ গড়ে উঠার সম্ভাবনা রয়েছে।

- বাংলাদেশের মানুষের চিন্তা করার এখনই হচ্ছে মুখ্যম সময় যে তাদের কৃষি জমি রক্ষার জন্য উঠে দাঁড়াবে নাকি বর্তমান সময়ের অপরিকল্পিত নগরায়নকে মেনে নিবে। অপরিকল্পিত নগরায়ন মেনে নেওয়া মানে হচ্ছে নিজেদেরকে একটি অপরিকল্পিত অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিতে ঠেলে দেওয়া।

- কোন কোন স্থানে সভায় উপস্থিত অংশগ্রহণকারীরা মত প্রকাশ করেছেন যে, কম্প্যাক্ট টাউনশীপ সম্পর্কে তারা আগে জানতেন না; এটা আসলে কি তারা জানতেনই না। এখন মনে হচ্ছে এটা দিবা স্বপ্ন। কিন্তু বাংলাদেশের মানুষকে ভবিষ্যতকে অনুধাবন করতে হবে যে একক বাড়ি/আবাসন নির্মাণের ফলাফল কী হচ্ছে।

- কম্প্যাক্ট টাউনশীপ ধারনাটি নিঃসন্দেহ একটি ভলো এবং নতুন উদ্যোগ যা জনগণের মধ্যে ব্যাপক প্রচার করতে হবে। বিভিন্ন স্কুল, কলেজে বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে এই ধারনা ছড়িয়ে দিতে হবে।

- একদিকে ব্যাপক পরিমান কৃষি জমি হ্রাস পাচ্ছে, অন্যদিকে বিভিন্ন কলকারখানা এবং ইটভাটা হতে নির্গত ধুঁয়ায় বায়ু দূষণের কারণে কৃষি এবং হর্টিকালচার জাতির সম্মুখিন হচ্ছে।

- ভূমিহীন মানুষ যারা খাস জমিতে বাসবাস করছে, তারা এই ধারনাটিক স্বাগত জানিয়েছে। তারা মনে করে কম্প্যাক্ট টাউনশীপ বাস্তবায়নে খাস জমি অন্তর্ভূক্ত করা হবে।

- গ্রামের কিছু কিছু মানুষ যারা বিদেশে যেমন- দুবাই, মালয়েশিয়া, কুয়েত, দঃ কোরিয়া এবং সৌদি আরবে কাজ করার সুবাধে ছিলেন তাদের সেখানকার জমি ব্যবহার ও বাড়ি নির্মাণ দেখার অভিজ্ঞতা রয়েছে। এসব দেশে একটি সুনির্দিষ্ট এলাকায় বাইরে কেউ বাড়িঘর নির্মাণ করতে পারেনা। তাও আবার ঐ নির্দিষ্ট এলাকায় বাড়ি বানানোর জন্য সরকাররে অনুমতি নিতে হয়। দক্ষিণ কোরিয়ার প্রায় ৩৩ ভাগ লোক কম্প্যাক্ট টাউনশীপ ধরনের সুবিধাসম্বলিত নির্দিষ্ট এলাকায় বাস করে। বাংলাদেশ সরকারের আইন প্রণয়ন করা উচিত যে কেউ গ্রাম কিংবা সেমি-গ্রাম অঞ্চলে নির্ধারিত পন্থ্যান এবং অনুমতি ব্যতিরেকে বাড়িঘর বানাতে পারবেনা।

- কম্প্যাক্ট টাউনশীপ ধারনা যতটুকু সম্ভব বেশি বেশি মানুষের কাছে পৌঁছানো প্রয়োজন। কারন, এটি মানুষের দীর্ঘমেয়াদি কল্যাণ বয়ে আনবে। এই ধারনাটির অত্যান্ত প্রয়োজনীয়তা এবং যৌক্তিকতা মাঠ-পর্যায়ের সভাগুলোতে উপস্থিত সকল মানুষের উপলদ্ধি করতে পেরেছে।

- ধনী লোকেরা কম্প্যাক্ট টাউনশীপে বসবাস করতে নাও চাইতে পারে।

- নোয়াখালী সুবর্ণ চরে আপাতত একটি কম্প্যাক্ট টাউনশীপ স্থাপন করা যেতে পারে। এখানে বিশাল পরিমান জমি খালি পড়ে রয়েছে।

- মানুষ বুঝতে পারছে যে, কম্প্যাক্ট টাউনশীপ-এ অনেক ধরনের ভালো দিক আছে যেমনঃ পয়ঃ প্রণালী, পানি নিস্কাশন ব্যবস্থার সুবিধা থাকাসহ এটি একটি দূষণ ও বন্যামুক্ত নগরী হবে।

- বাংলাদেশে কম্প্যাক্ট টাউনশীপ বাস্তবায়নের জন্য অনেকগুলো জরুরী যৌক্তিক কারন রয়েছে। গ্রাম বাংলার মানুষের প্রয়োজনীয়তাই কম্প্যাক্ট টাউনশীপ স্থাপনের কাজটি এগিয়ে নিয়ে যাবে। কিন্তু এই

ধারনা বাস্তবায়নের জরুরী প্রয়োজনীয়তাগুলো আরো সুস্পষ্ট হবে যদি কোথায়ও প্রাথমিকভাবে একটি কম্প্যাক্ট টাউনশীপ স্থাপন করা যায়।

- সরকারেরও অনুধাবন করা প্রয়োজন যে কম্প্যাক্ট টাউনশীপ ধারনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা সহজ হবে।

- কৃষি জমির পরিমান কম্প্যাক্ট টাউনশীপ ফাউন্ডেশন-এর পরিসংখ্যানের চাইতেও বেশি দ্রুত হ্রাস পেতে পারে। এক সময় গ্রামাঞ্চলে যেখানে ছিলো পুকুর, কুয়া, বিল, জলাভূমি ইত্যাদি সেখানে আজ দেখতে পাওয়া যায় বিভিন্ন হাউজিং সোসাইটির সাইনবোর্ড। যে কেউ সহজেই অনুধাবন করতে পারবে যে, ভূমি ব্যবহারের এই পরিবর্তন মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা ঝুঁকি বৃদ্ধি এবং জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির জন্য এটি কতবড় কারন।

- কম্প্যাক্ট টাউনশীপ ধারনা একটি জাতীয় ইস্যু, এটি বাস্তবায়নের দায়িত্ব হচ্ছে সরকারের।

- যদি গ্রামের কোন এলাকায় সকল আবাসনগুলো এক জায়গায় স্থাপন করা হয়, তাহলে শুধু কৃষি জমিই বাঁচবেনা, সেখানে বিদ্যুৎ, গ্যাস, সরবরাহের খরচ অনেক কম হবে। কম্প্যাক্ট টাউনশীপ-এ বায়োগ্যাস এবং সৌর-বিদ্যুৎ ব্যবহারের সুবিধা বেশি হবে।

- বাংলাদেশের বিদ্যামন আর্থ-সামাজিক এবং জনসংখ্যার বাস্তবতায় কম্প্যাক্ট টাউনশীপ-এর প্রয়োজনীয়তা /চাহিদা বৃদ্ধি পাবে। গ্রামীণ এলাকায় বাড়িঘর বানানোর পাশাপাশি অপরিকল্পিত উপায়ে মসজিদ, মাদ্রাসা নির্মাণ করা হচ্ছে। গ্রামাঞ্চলের অনেক জায়গায় পারিবারীক মসজিদ বানানোর রীতিমতো প্রতিযোগিতা দেখা যায়। পারিবারীক মসজিদ বানানোর খরচ যোগাড় হচ্ছে পরিবারের কোন এক সদস্যের বিদেশে উপার্জিত আয় দ্বারা।

- নতুন বাড়িঘর নির্মাণের চাপে কৃষি জমিগুলো যেমন হ্রাস পাচ্ছে, তেমনি উপকূলীয় এলাকায় বিভিন্ন সময়ে দুর্যোগের কারণে লবনক্ততা বৃদ্ধি পাচ্ছে, ফলে কৃষি জমির উর্বরতা কমে যাচ্ছে।

- একজন কৃষক যিনি রাষ্ট্রপতির কাছ থেকে পুরস্কার পেয়েছেন বলেন, কম্প্যাক্ট টাউনশীপ বাস্তবায়নে জমি বরাদ্দ দেবার মতে সরকারের কাছে যথেষ্ট পরিমান ভূমি নেই। অন্যদিকে কম্প্যাক্ট টাউনশীপে বসবাসের যোগ্য হওয়ার মতো দরিদ্র্য এবং ভূমিহীন মানুষের পড়ো অর্থ পরিশোধ সম্ভব নয়।

- যেখানে গ্রাম বাংলার মানুষ শত শত বছর ধরে বসবাসের মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে, সেখানে দ্রুত পরিবর্তন আনা অনেক কঠিন হবে।

- অন্যদিকে অনেকে মত প্রকাশ করেছেন যে, বাংলাদেশের মানুষের প্রাকৃতিকভাবেই যে কোন পরিস্থিতে উপযোজন করার ক্ষমতা অনেক বেশি। মানুষ নিজেই বসবাসের যে কোন নতুন ধারনার ইতিবাচক

দিকসমূহ উপলদ্ধির মাধ্যমে তা গ্রহণ করে। যদি গ্রাম এলাকার মানুষদের বুঝানো যায় যে, কম্প্যাক্ট টাউনশীপ-এর মাধ্যমে অর্থনৈতিক অর্জন সাধিত হবে এবং আরামদায়ক বসবাসের উপযোগি হবে তাহলে তারা সহজেই বসবাসে পরিবর্তন আনতে বাধ্য হবে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন ইস্যুটিই গ্রাম এলাকায় কম্প্যাক্ট টাউনশীপ স্থাপনের একটি বড় মোটিভেশন হতে পারে।

কম্প্যাক্ট টাউনশীপ বাস্তবায়ন বিষয়ে কতিপয় প্রশ্ন

- সভায় অংশগ্রহণকারীরা একটি বিষয় অভিমত প্রকাশ করেন যে, বাংলাদেশের পলি মাটিতে বহুতল ভবন নির্মাণের কৌশল কী হবে সেটি অবশ্যই খুজে বের করতে হবে।
- টাউনশীপ মানে এই নয় যে, গ্রামের মানুষ একেবাওে শহরের আদলে জীবন-যাপন করবে। স্থানীয় সামগ্রী দিয়েও বহুতল ভবন নির্মাণ সম্ভব। গ্রামীন জীবন প্রণালীর ড়্গতি না করে গ্রামাঞ্চলে বিদ্যামান সামগ্রী ব্যবহার করে বহুতল বাড়ি বানানো যেতে পারে। মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে অপরিকল্পিত আবাসন নির্মাণ রোধের মাধ্যমে কৃষি জমি রড়্গা করা।
- সভায় একটি প্রশ্ন উথাপিত হয়েছে যে, কম্প্যাক্ট টাউনশীপে একটি হাউজিং কমপেস্নক্সে একই গ্রামের বিভিন্ন অর্থনৈতিক অবস্থার বা পার্থক্যের মানুষ কী ভাবে থাকবে? সরকারের কাছ থেকে উপযুক্ত ড়্গতিপূরণ না পেলে, মানুষ তাদের জমি কম্প্যাক্ট টাউনশীপ স্থাপনের জন্য নাও দিতে পারে।
- কম্প্যাক্ট টাউনশীপ স্থাপনের উপযোগীতা সম্পর্কে মানুষকে বুঝানোর জন্য কোন কোন এলাকায় পাইলট কম্প্যাক্ট টাউনশীপ স্থাপন করা যেতে পারে।
- আরো প্রশ্ন তোলা হয়েছে যে, কম্প্যাক্ট টাউনশীপ বাস্তবায়নের উদ্যোগ কে নিবে? এবং এর অর্থের যোগান কী ভাবে হবে?
- সভায় অংশগ্রহণকারীরা আরো প্রশ্ন রাখেন যে, দু-তলা/তিন-তলা বাড়ি বানানোর উপযোগীতা কেমন হবে? এবং কৃষকরা তাদের কৃষি উৎপাদিত ফসল সংগ্রহ এবং সংরড়্গণ কী ভাবে করবে?
- গ্রামের প্রতিটি খানা (ঐড়ঁংবযড়ষফ) বিভিন্ন ধরনের জমি মালিক। যখন খানাগুলো কম্প্যাক্ট টাউনশীপ-এ চলে আসবে তখন জমির ভাগাভাগি/বিতরণ কীভাবে হবে?
- সভায় অভিমত প্রকাশ করা হয়েছে - সরকার ভূমি ব্যবহার নীতিমালা প্রণয়ন করবে। তবে বাংলাদেশে শুধু আইন প্রণয়নই যথেষ্ট নয়। কম্প্যাক্ট টাউনশীপ বাস্তবায়নে মানুষের ঐক্যমত চিন্তা সবচেয়ে জরম্নরী।

- একতাবদ্ধভাবে কম্প্যাক্ট টাউনশীপের মতো বসবাস করার জন্য মানুষের দৃঢ়প্রত্যয় থাকা চাই এবং এটি হবে বর্তমান জনসংখ্যার বাস্তবতায় একটি উপর্যুক্ত প্রচার আন্দোলন।

- গ্রামের কিছু মানুষ তাঁদের পূর্ব-পুরুষদের গোরস্থানের ব্যাপারে স্পর্শকাতর। কম্প্যাক্ট টাউনশীপ স্থাপনে এই স্পর্শকাতর বিষয়টিও রক্ষণের সাথে দেখতে হবে।

- সভায় আরো অভিমত প্রকাশ করা হয় - মানুষের দেশপ্রেম থাকলে কম্প্যাক্ট টাউনশীপ বাস্তবায়ন সম্ভব। কম্প্যাক্ট টাউনশীপ বাস্তবায়নের জন্য ভবিষ্যত প্রজন্মের, ভবিষ্যত জনগণের কথা চিন্তা করতে হবে এবং সর্বোপোরি থাকতে হবে দেশের প্রতি দৃঢ় প্রতিজ্ঞা।

- সরকারি পরিকল্পনায় কম্প্যাক্ট টাউনশীপ ধারনাকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

- মানুষের কম্প্যাক্ট টাউনশীপ-এ বসবাসের আগ্রহী করে তোলার জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রদানের পরিকল্পনাগুলো আগে গ্রহণ করতে হবে।

- ভূমিহীন মানুষের কম্প্যাক্ট টাউনশীপ সংকুলান করা মনে হয় কঠিন হবে। এই সমস্যার সমাধান প্রয়োজন।

- কম্প্যাক্ট টাউনশীপ বাস্তবায়নে প্রতিকূলতা দূরীকরণে কম্প্যাক্ট টাউনশীপ সম্পর্কে এখন থেকেই সারাদেশে ফরম পুরণের মাধ্যমে এবং নির্দিষ্ট প্রতিকী ফি-এর বিনিময়ে সংগঠক এবং সদস্য সংগ্রহ করা যেতে পারে।

- কম্প্যাক্ট টাউনশীপ বিষয়ে আইন প্রণেতাদের মতামত কী তা নিয়ে সভায় প্রশ্ন রাখা হয়েছে। আরো আলোচনা করা হয়েছে, সরকারকে জনগণ কী চায় তা উপলব্ধি করতে হবে।

- কম্প্যাক্ট টাউনশীপ বাস্তবায়নে এনজিও'র অংশগ্রহন চাওয়া যেতে পারে।

- কোন কোন সভায় আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে যে, ধনীরা গরীবদের কম্প্যাক্ট টাউনশীপ-এ কোনভাবেই জায়গা দিবে না। যাদের টাকা আছে তারা নিজেদের স্ট্যাটাস ধরে রাখার চেষ্টা করবে।

- সভায় একটি প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছে, কম্প্যাক্ট টাউনশীপ স্থাপনের জমি কোথা থেকে আসবে? কম্প্যাক্ট টাউনশীপ স্থাপনের কাঠামো নিয়ে গবেষণা হতে পারে, যাতে করে সংশিস্নষ্ট এলাকার মানুষে এই কাঠামো-কে গ্রহণ করে।

- বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশী যারা আছে তারা কম্প্যাক্ট টাউনশীপ বাস্তবায়নে সহায়তা করতে পারে। কারন তারা যে সকল দেশে আছেন সে সকল দেশের গুচ্ছভাবে বসবাস পদ্ধতি দেখার অভিজ্ঞতা তাদের রয়েছে।

- কম্প্যাক্ট টাউনশীপ কীভাবে বাস্তবায়ন হবে? সমবায়ের মাধ্যমে? না কি সরকারিভাবে? সরকার উদ্যোগ নিলে তা গ্রহণযোগ্য হবে।

- যদি কম্প্যাক্ট টাউনশীপ খুব কার্যকরভাবে স্থাপন করা যায়, তাহলে মানুষ আর শহরের দিকে ধাবিত হবে না। যদি গ্রামাঞ্চলে কম্প্যাক্ট টাউনশীপ স্থাপন করা যায় তাহলে বড় বড় শহরগুলোর উপর জনসংখ্যার চাপ ক্রমশ কমতে থাকবে। এখন মানুষ বড় বড় শহরের বস্তিতে থাকতে আর পছন্দ করছেনা। বাধ্য হয়ে মানুষ শহরের দিকে ধাবিত হচ্ছে।

- প্রশ্ন তোলা হয়েছে, কম্প্যাক্ট টাউনশীপ বাস্তবায়নের অর্থ কে যোগাড় করবে? কম্প্যাক্ট টাউনশীপ-এ কী পরিমাণ বা জমির পরিমাণ বিক্রি করা হবে? আরো মত দেওয়া হয় যে, ৪০-৫০ বিঘা জমির উপর প্রাথমিকভাবে একটি কম্প্যাক্ট টাউনশীপ স্থাপন করার কাজ শুরু করা যেতে পারে।

- কম্প্যাক্ট টাউনশীপ ধারনা বাস্তবায়নের জন্য কর্মী এবং সংগঠন প্রয়োজন।

- কম্প্যাক্ট টাউনশীপ-এ বাতাস এবং অক্সিজেনের গুনগত মান কেমন হবে? এখানে বনভূমি কতটুকু থাকবে? কম্প্যাক্ট টাউনশীপ ফাউন্ডেশন কী এসকল বিষয়ে গবেষণা করছে?

- কম্প্যাক্ট টাউনশীপ বাস্তবায়ন কোন সহজ কাজ নয়। তবে যেখানে সমস্যা আছে, সেখানে সমাধান রয়েছে। কম্প্যাক্ট টাউনশীপ বাস্তবায়ন করতে দীর্ঘ সময় লাগতে পারে।

- হাওড় এলাকায় জমি সংকটের কারণে ঐ এলাকার মানুষ একটি জায়গায় কম্প্যাক্ট টাউনশীপের মতো বসবাস করে। সুতরাং হাওড় এলাকায় কম্প্যাক্ট টাউনশীপ বাস্তবায়ন কাজ শুরু করলে ভালো হবে।

- কম্প্যাক্ট টাউনশীপ বাস্তবায়ন হলে কার জমি বাঁচবে? কৃষকরা চাচ্ছে না তাঁদের ছেলে-মেয়েরা কৃষক হবে। তারা চায় তাঁদের ছেলে-মেয়েরা ভালো চাকুরি করবে।

- এই ধারনাটি খুবই সময় উপযোগী এবং গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এই বিষয়টি অনুধাবনে জন্য জনগণকে উচ্চ শিক্ষিত হতে হবে।

- কিছু কিছু স্থানে মডেল কম্প্যাক্ট টাউনশীপ স্থাপন করলে মানুষ কম্প্যাক্ট টাউনশীপের সুবিধাসমূহ সম্পর্কে অনুধাবন করতে পারবে। কম্প্যাক্ট টাউনশীপ ফাউন্ডেশন (ঈঞখ) কিছু স্থানে কম্প্যাক্ট টাউনশীপ স্থাপন করে দেখাতে পারে।

- ঈঞখ জেলা পর্যায়ে কমিটি গঠন করতে পারে। শেয়ট মেশিন স্থাপন করা যেতে পারে। এই প্রক্রিয়া সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ সবচেয়ে বেশি জরুরী।

- কম্প্যাক্ট টাউনশীপ বিষয়ে নীতিমালা প্রণয়নে সরকারি উদ্যোগ জরুরী।

- পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশীপের মাধ্যমে কম্প্যাক্ট টাউনশীপ বাস্তবায়ন করা যেতে পারে।
- কম্প্যাক্ট টাউনশীপ ধারনাটি রাজনৈতিক কর্মসূচিতে আনা উচিত।

ঝড়ঁৎপবঃ

এ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী যে সকল এলাকা থেকে পাওয়া গেছে, সেগুলো নিম্নরূপ :

• লালপুর	নাটোর	২০-১২-২০১৪
• চেয়েলগাজী	দিনাজপুর সদর	৩০-১১-২০১৪
• নাসিরনগর	ব্রাহ্মনবাড়িয়া	২১-১১-২০১৪
• চৌমোহনী, বেগমগঞ্জ	নোয়াখালি	১৭-১০-২০১৪
• মনোহরদি	নরসিংদী	১৯-০৯-২০১৪
• লাঙ্গলকোট	কুমিলস্না	২৯-০৮-২০১৪
• রায়গঞ্জ	সিরাজগঞ্জ	২০-০৬-২০১৪
• কালিকিনি	মাদারিপুর	২২-০৫-২০১৪
• তারাকান্দি	ময়মনসিংহ	১৭-০৪-২০১৪
• চকনগর, ডুমুরিয়া	খুলনা	২২-০২-২০১৪